দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

ঢাকা, সোমবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ৫ ফাল্গুন ১৪২০, ১৬ রবিউস সানী ১৪৩৫

এগিয়ে যাওয়া নারী

ক্যান্সারমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চাই

নাদিম মজিদ ν

চিকিৎসা পদার্থবিদ পেশা বাংলাদেশে এখনো খুব বেশি জনপ্রিয় নয়। অথচ ক্যান্সার চিকিৎসায় রয়েছে এ পেশার অনন্য ভূমিকা। একজন ক্যান্সার রোগীকে চিকিৎসা দেয়ার সময় প্রয়োজন হয় রেডিও অনকোলজিস্ট, চিকিৎসা পদার্থবিদ এবং রেডিওথেরাপি টেকনিশিয়ান। বাংলাদেশে রেডিও অনকোলজিস্টের সংখ্যা শতাধিক হলেও চিকিৎসা পদার্থবিদের সংখ্যা এখনো ত্রিশের কোঠায়। অথচ ক্যান্সার সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসাপদ্ধতি বলে দিলেও শরীরের ক্যান্সার সৃষ্টি হওয়া স্থানে কি পরিমাণ রেডিয়েশন দিতে হবে, কতটুকু মাত্রায় হবে, কোন কোন স্থানে রেডিয়েশন দিতে হবে এসব বিষয়ে যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে থাকেন চিকিৎসা পদার্থবিদ। রেডিয়েশন প্রয়োগে একটু হেরফের হলে নতুন করে ক্যান্সার হতে পারে। হতে পারে মৃত্যু। তাই ক্যান্সার চিকিৎসায় চিকিৎসা পদার্থবিদদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে অবস্থানকারী চিকিৎসা পদার্থবিদরা ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল ফিজিক্স সোসাইটি। আর এ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন ড. হাসিন অনুপমা আজহারী। তিনি বর্তমানে সাভারে অবস্থিত গণবিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল ফিজিক্স অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অধ্যাপনার পাশাপাশি গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান অনুষদের ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার চিকিৎসা পদার্থবিদ হওয়া প্রসঙ্গে বলেন, আমি পেশাগত জীবনে ডাক্তারি বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক মরহুম ড. মঈনুদ্দীন আহমদ আমাকে চিকিৎসা পদার্থবিদ হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। চিকিৎসাসেবায় ব্যতিক্রম কিছু করার জন্য চিকিৎসা পদার্থবিদ্যায় গণবিশ্বদ্যা্িলয়ে থেকে আমি মাস্টার্স করি। তারপর এ বিষয়ে আমি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছি। বাংলাদেশে চিকিৎসা পদার্থবিদ্যার চাহিদা ও বর্তমান অবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিবছর বাংলাদেশে অনেক মানুষ ক্যান্সারাক্রান্ত হচ্ছে। আমাদের দেশে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি থাকলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ চিকিৎসা পদার্থবিদ

না থাকায় এগুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অস্থায়ীভাবে চিকিৎসা পদার্থবিদ নিয়োগ দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। আবার সরকারিভাবে নিয়োগবিধি না থাকায় এ সমস্যা হচ্ছে। ফলে যাদের সামর্থ্য আছে, তারা বিদেশ চলে যাচ্ছে। যাদের সামর্থ্য নেই, তারা ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে। তার ভবিষ্যত্ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন, আমি চাই দেশের কোনো মানুষ চিকিৎসার অভাবে মারা না যায়। এজন্য প্রয়োজনীয় সব ক্ষেত্রে কাজ করে যাবো। সে লক্ষ্যে দেশে প্রয়োজন প্রচুর চিকিৎসাবিদ। এ লক্ষ্যে জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একটি চুক্তি করতে সক্ষম হয়েছি। তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগামী চারবছরে ৮ জন বাংলাদেশি ছাত্র শতভাগ স্কলারশিপে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে পারবে। আমাদের ৪ জন শিক্ষার্থী সেখান থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করতে পারবে এবং তাদের সাথে আমাদের শিক্ষক আদান-প্রদান করা যাবে। তার ক্যান্সারমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন যেন সফল হয়, এমন প্রত্যাশা রইলো।